নীলপু (১)

লাল রঙ মেখে মুখে
ভরদুপুরে দাঁড়িয়েছিলে বাস স্টপেজে
লাইটবিহীন পোস্টের নিচে।
প্রায় প্রতি সেকেন্ডে
ফর্সা কব্জিতে বাঁধা সোনালি সময় যন্ত্রের
রুপালি কাটার অগ্রগতি দেখছিলে।
আর আমি
বিপরীত দিকের মায়া কনফেকশনারিতে
ফ্যানের নিচে বরফ ঠান্ডা পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে
কালো চশমার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে
দেখছিলাম আমার ভবিষ্যৎ।
বোধহয় সেই প্রথম
নীলপু, তোমাকে দেখা।
ঘোর লাগা অনুভূতি নিয়ে জীবনে চলার শুরু তখন থেকেই
সে ঘোর আর কাটে না
আজও কাটে নি, বোধহয় কাটবেও না
না কাটাই ভালো, ক্ষতি নেই
থাকুক না, লোমকূপ ও শ্বাসের মতো
জীবনে অপরিহার্য, অবিচ্ছেদ্য হয়ে।
নীলপু
তোমাদের ছাদে কোনো রেলিং ছিল না, সিঁড়িতেও নয়
তোমার-আমার মধ্যে অনুচ্চ প্রাচীর ছিল শুধু বয়সের
অনাকাঙ্ক্ষিত, বিরক্তিকর।
শেষ বিকেলে দুঃসাহসী তুমি
পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে ছাদে, হয়তো আমার ভরসায়
চারদিক গুনগুন শব্দে ভরে থাকত তোমার গানে
কখনও কখনও একদম চুপচাপ
পাশে পড়ে থাকা 'দেবদাসের' পাতা ক্রমাগত
উল্টে যেত মাতাল বাতাস
উড়ন্ত চুলগুলো বিরামহীন হাতছানি দিত আমাকে
কাচের চুড়িগুলো মাঝে মাঝে শব্দ করে
আমার ঘোর ভাঙাতে ব্যর্থ চেষ্টা করত।
খেলার সাথিরা যখন মাঠে ফুটবল নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাত